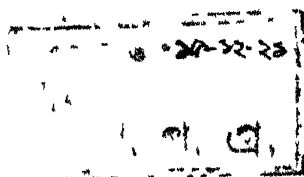
মন্দিরা



১৩৩০

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।



মূল্য সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই ॥৵০

কলিকাতা

২।৫ চৌরঙ্গি, "মানসী" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্যারাগন প্রেস।

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

অগ্রজকল্প বন্ধুবর সুকবি ও শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক এবং ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে-

বাণীকুঞ্জ কাননের সে শুভ প্রভাতে
হে প্রভাত কবি
গুঞ্জরিয়া উঠেছিলে বিচিত্র সঙ্গীতে,
ধ্বনিয়া অটবী !
তখন উঠিয়াছিল
সীমাহীন জলতলভেদি'
নবরাগ আলোকিয়া
জননীর পুণ্য পীঠবেদী ,
দিকে দিকে বিহগের
শত শত গীতমূর্চ্ছনায়
তন্দ্রামুক্ত কত ভক্ত
এল মা'র পূজা অর্চনায়,—
সে শুভ মুহূর্ত্তে তুমি দিয়াছিলে যাহা
তুষ্ট তা'য় দেবী—
বাণীকুঞ্জকাননের সে শুভ প্রভাতে
হে প্রভাত কবি !

তব চিত্র-কমলক্ষ্মী— প্রকৃতির পূজা
যে রমাসুন্দরী
পরিপূর্ণ দেহলতা রূপসী ষোড়শী
অপূর্ব্ব মুঞ্জরী,
দেশ ও বিদেশ হ'তে—
পুষ্প আনি রচিয়াছ অর্ঘ্য
আপনি সন্ন্যাসী সাজি'
রচিতেছ ভবে ভাব স্বর্গ ;
ধন্য তুমি চিত্রকর
ধন্য তব অমর তুলিকা—
দেখালে শাশ্বত সত্য
সরাইয়া অন্ধ যবনিকা ;
চাই মোরা চিরদিন এ স্নিগ্ধ প্রভাত
উজ্জ্বলে মধুরে
সন্ধ্যা অন্ধকার ঘেরা রাঙা স্বপনের
থাকুক সুদূরে ।

নির্ম্মল উদারচিত্ত প্রসন্ন আনন
সরস বচন ।
এ মলিন জগতেরে
বিশ্লেষিয়া দেখায় যে জন
হৃদয়ের বৃত্তিমূলে
করে যেই সলিল সেচন ,
যাহার প্রতিভালোকে
ফুটে উঠে কুঞ্জ নিখিলের

যে যেথায় এ জীবনে
বিশ্ব সাথে যোগ সকলের—
হে নমস্ত,—হে বরেণ্য, হে বন্ধু আমার
দীন ভক্ত তব
দি'ছে ক্ষুদ্র উপহার অযোগ্য তোমার—
মানিয়া গৌরব।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতঃপূর্ব্বে "মানসী" "নব্যভারত" "ভারতবর্ষ" "আর্য্যাবর্ত্ত" "বিজয়া" "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন" "জাহ্নবী" "অর্ঘ্য" প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"মানসী"র সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ সুহৃৎপ্রবর শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থপ্রকাশে যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত;—এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।

১লা আশ্বিন, ১৩২০ |
কাটোয়া (বর্দ্ধমান) |

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র



মন্দিরা

দেবি

সভাতলে তব বাজিতেছে আজি
বিবিধ যন্ত্রে বিবিধ গান
বিখ্যাত সব যন্ত্রীরা মিলি
তুষিতে তোমারে ঢালিছে প্রাণ।
বাজিছে মুরজ বীণ্‌ মৃদঙ্গ
মুরলী সেতার জলতরঙ্গ
মূর্চ্ছা গমকে সুর-সারঙ্গ
ঐক্যতান
সভাতলে তব বাজিতেছে আজি
বিবিধ যন্ত্রে বিবিধ গান।

মূরছে চন্দ্র সুর-সপ্তক-
কম্পন ঘন স্পন্দনে
শ্বসিছে পবন বিলাপোচ্ছ্বাসে
সুরভি রভস ক্রন্দনে ;
নীপ নিকুঞ্জ শিহরে সঘনে
মৌন পাপিয়া পলায় গগনে
লুকায় কোকিল পত্র সদনে
অন্যমনে
মূরছে চন্দ্র সুর-সপ্তক-
কম্পন ঘন স্পন্দনে।

আমি অযোগ্য আসিয়াছি ওগো
করিয়া দুরাশা শুনাতে গান
কিছু নাই মোর আনিয়াছি তাই
মন্দিরা এই কাঁসার দান।
নানা রৌপ্যের রজত আলোকে
কাঁচা স্বর্ণের বর্ণ পুলকে
কাংস্যের এই মলিন ঝলকে
ক্ষুণ্ণমান্
আমি অযোগ্য আসিয়াছি ওগো
করিয়া দুরাশা শুনাতে গান।

মন্দিরা এই গড়িয়াছি আমি
বুকের দু'খানি কলিজা দিয়া

তুচ্ছ হলেও মূল্য কি নাই—
এত যে আদরে দিতেছি হিয়া ?
চাহিব না আমি কোন’ কিছু বর
করতালি তরে নহিও কাতর
শুধু বসাইব অন্তর’ পর
ছবিটি নিয়া !
মন্দিরা এই গড়িয়াছি আমি
বুকের ত্ব’খানি কলিজা দিয়া ।

সকলের সাথে সুরে আর তালে
মন্দিরা মোর বাজিতে র’বে
ঐক্যতানের সুর-শিঞ্জনে
রিনিকি ঝিনিকি ঝনন্ রবে ;
গীত শেষে তুমি শুধু একবার
একটু হাসিয়া যেয়ো মা আমার
দৃষ্টি বুলায়ে ভুলায়ো অসার
কামনা সবে—
সকলের সাথে সুরে আর তালে
মন্দিরা মোর বাজিতে র’বে ।

তুমি ও আমি

তুমি নন্দনধন মন্দার বন
অতুল যোজনগন্ধা
আমি কীটের আকারে সে ফুল মাঝারে
নিবসি কুসুমহন্তা।
তুমি আঁধার কুটিরে জ্বাল' দীপটীরে
আশা উজ্জ্বল করিয়া,
আমি ঝটিকা ভীষণ হিংস্র কৃপণ
লই সে আলোক হরিয়া।
তুমি জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ আতপ দিগ্ধ
জগতে দিতেছ শান্তি,
আমি প্রলয়ের মেঘে রুদ্র আবেগে
উরি সংহার-কান্তি।

তুমি — প্রদোষ গগনে শোণিত বরণে
আঁকিছ যেই আলিপনা
আমি — ঘন মেঘ বেশে ধীরে সেথা এসে
মুছে দি' যত্নে কত না।
তুমি — তৃষিত মরুর ধূসর বালুর
পরপারে জল রেখাটি
আমি — খল খল হাসি মরীচিকা আসি
দিই নিরাশার লেখাটি
তুমি — প্রেমভাব সুখে ভক্তের মুখে
সুমধুর হরিবোল সে,
আমি — রিক্ত শ্মশানে উদাস পরাণে
হারাণ' রোদন রোল যে।

ভারতবর্ষ

কত যুগ যুগান্তের কত হর্ষ বিষাদের
বহি শিরে পশরা যতনে
কেরে আজ' যশে ভরা শান্তিময়ী শ্রান্তিহরা—
প্রতিষ্ঠিত আপন সদনে ?
জাগে চির জ্ঞানরবি কাহার আকাশে, দেবি,
চিরদিন অম্লান গৌরবে ?
কাহার উদ্যানে ফুল নাহি যার সমতুল
প্রীতি সম নির্ম্মল সৌরভে ?
শিখাইলা কে সন্তানে জগতের মাঝখানে
হইবারে নত তৃণ হ'তে,
জীবে দয়া নাম গান প্রেমে হ'তে মহীয়ান্
শত্রুরেও দিতে কোল পেতে ?

সম্পদ সম্ভোগ যত ঠেলি ধূলি মুষ্টিমত
ধূলিরেই করিতে সম্বল,
ত্যজি মান অপমান জীবসেবারত প্রাণ
ত্যাগে হ'তে মহিম উজ্জ্বল।
সংস্থাপিতে ধর্ম্মরাজ্য কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকার্য্য
অধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন,
সত্যের রাখিতে মান পাঠাইলা কে সন্তান
বনবাসে করিতে যাপন ?
ক্ষুদ্র কীট কি পতঙ্গ হ'য়ে আছে অন্তরঙ্গ
ল'য়ে ভাগ কাহার দয়ায় ?
বিরাট্ পর্ব্বত তুঙ্গ কম্পিত দেবতা অঙ্গ
নতশিরে প্রণমি যাহায়।
যার দুগ্ধে লভি প্রাণ সে গাভী মায়ের স্থান
লভিয়াছে এ কৃতজ্ঞ হৃদে,
পবিত্র দর্শন স্পর্শ সে মম ভারতবর্ষ
স্বর্গ হ'তে পূজ্য সে যে চিতে।
নারী যেথা মাতৃসমা রূপে গুণে অনুপমা
সুখে দুঃখে নিত্য সহচর,
পত্নী যেথা অর্দ্ধাঙ্গিনী সতত সহধর্ম্মিণী
শুধু সদা সেবায় তৎপর!
যুগে যুগে ভগবান্ কোথা হন্ অধিষ্ঠান
কার ধূলা নির্ম্মাল্য সমান,
কোথা সতী সহমৃতা পতিসহ চড়ে' চিতা
প্রেমে মৃত্যু লাজে ম্রিয়মান্।

দিয়া নিজ মুখ গ্রাসে কোথা লোক অনায়াসে
অতিথিরে পূজে সসম্মানে,
সব কাযে মাধবেরে কাহারা স্মরণ করে
এত ভক্তি কাহাদের প্রাণে ?
পুত্র কন্যা সকলের নাম রাখে সে দেবের
অঙ্গ ভরি তিলকে সে নাম—
নগর প্রান্তর গ্রাম সর্ব্বনাম দেবনাম
কা'রা হেন নামে রুচিবান্ ?
ভিক্ষু কোথা পেট ভরে শুধু হরিনাম করে'
হরিনামে জীবন ধারণ ?
নব ফসলের ভাগে দেবতায় দিয়া আগে
কা'রা করে ক্ষুধা নিবারণ ?
অস্ত্র দিয়া শত্রু করে যুদ্ধ হয় ধর্ম্ম তরে
বিজিত ও ঘৃণ্য নয় যেথা,
যেথা কবি শত শত সদা প্রেমগানরত
সে যে এ ভারতবর্ষ হেথা !

জলধির প্রতি

অয়ি অসীম জলধি নীল
কি জানাও উদ্বেল আবেগে ?
মর্ম্মমাঝে কোন্ ব্যথা
নাহি থাকে রাখ' সত ঢেকে ?
বিস্তৃত সহস্র হস্ত
কারে খোঁজে শুষ্ক শুভ্র তীরে ?
নিষ্ফল কম্পিত কর
তাই বুঝি হানিতেছ শিরে !
অবিরাম অশ্রুপাতে
সিক্ত বক্ষে লবণাক্ত বারি !
অন্তর্দাহ হৃদয়ের
জ্বেলে গেছে বাড়ব তোমারি !
কত বিষ অহর্নিশ
মৃত্যু তরে করিতেছ পান,
বসায়েছ বুকে গুরু
গিরিচাপ কঠিন পাষাণ,
মৃত্যুহীন ক্ষয়হীন,
হে অসীম মহিমা অজ্ঞেয়,
কার তরে এ চাঞ্চল্য
করিয়াছ কি পণ অজেয় ?
প্রকাশিলে যবে তুমি
সৃষ্টির প্রথমে শুধু "জল"

জল রূপে নহ শুধু
সীমাহীন "প্রেম" নিরমল !
ভ্রাতা তব জনমিল
এই "বিশ্ব" "কর্ম্মের" আধার,
বাঁধি দিলে ঘর তার
সরি নিজে, প্রাঙ্গণে তোমার।
পর এবে তুমি, ভাই
নিরদয় আসেনাক' কাছে—
ত্যজিয়া তোমায় আজি
রচিয়াছে ব্যবধান মাঝে !
তুমি বুঝি চাও তাই
বুকে নিতে সে স্নেহের ভাই,
স্থবির অক্ষম প্রাণ
ব্যর্থতায় কেঁদে ওঠে তাই !
তুমি চাও "ভ্রাতা ভগ্নী"
"কর্ম্ম প্রেম" হো'ক্ এক প্রাণ,
কিন্তু হায়, হয়ে গেছে
মাঝে এক দূর ব্যবধান !

বনদেবী

দ্বিরদ রদ খচিত—সিংহ আসনে
বসি আমি দিবা নিশি
ঘন বৃংহন স্বনে, নকীব ফুকারে
কাঁপাইয়া দশদিশি ;
শিখির পুচ্ছে শোভিত রাজছত্র
চন্দ্র আতপ খচিত শ্যামল পত্র
বৈতালি পিক বিস্তৃত অহোরাত্র
পথে পথে পাতা বৃষী,
আলোকে গীতে ও গানে, রাজপুরী মম
চির দিন আছে মিশি !

স্থাপিত তোরণ দ্বারে—নারিকেল ঘট
দুলিছে আম্রশাখা,
ধান্য দুর্ব্বাদলে নিয়ত রচিত
অর্ঘ্য মিনতি মাখা।
শত নির্ঝরে অঙ্কিত আলিপন
চামর ঢুলায় চমরীরা আজীবন
চন্দন করে সৌরভ বিকীরণ,
তাল বীথি করে পাখা ;
আশ্রম মৃগদল দূত সম ফিরে
কত না বর্ণে আঁকা !

বারণ যূথ শোভন মোহন তোরণ
সুচারু পুষ্পহারে,

পটিত দিগ্‌দিগন্তে কান্ত পতাকা
বিহগ পক্ষ ভারে ;
বংশরন্ধ্রে সমীরিত প্রেম-গীতি,
চরণ নিম্নে নবীন শষ্পবীথি,
চন্দ্রিকা রচে কোমল শয্যা নিতি
আলো ও অন্ধকারে ;—
স্বপ্নে আমার হাসি ফুল হয়ে ফোটে
যথা তথা চারি ধারে !

পুষ্প পরাগরেণু দিঠি সম উড়ে
খুঁজিয়া খুঁজিয়া কা'রে,
সঞ্চিত গাঢ় প্রীতি পরিচয় মোর
প্রকাশে গন্ধ ভারে,
প্রেম গৌরবে দেহ সৌরভে ধূপ
দেবতার লাগি মরিতেছে অপরূপ,
মরি লজ্জায়, তাই প্রতি লোমকূপ
ফুটে কদম্ব হারে ;—
ধূপের আত্মত্যাগে ভুলাইতে চায়
আপনার ভাবনারে।

আজ্ঞা অপেক্ষিছে অরণি সেনানী
দীপ্ত ও তেজীয়ান্,
ভস্ম করিতে শুষ্ক জ্বালিয়া রুদ্র
দাবানল লেলিহান্ !

ঝঞ্ঝার ভেরী বাজে গম্ভীর রবে,
প্রস্তর শিলা উড়ায়ে যুদ্ধ হবে ;
মন্দুরা ত্যজি হ্রেষি বাজীরাজি সবে
হ'বে রণে আগুয়ান্ ;
ইঙ্গিতে মম পাশে—মৃত্যু দাঁড়াবে
ভীম বলে বলীয়ান্ ।

বন্দী উরগগণ বিবর-কারায়
ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
নৰ্ত্তকী শিখিদল কলাপ মেলিয়া
নাচে তারা বার মাস !
বনপথ খানি চকিত নগর পাল,
সভাসদ মম সুমধুর সুরসাল,
শরীররক্ষী দীর্ঘ বিশাল শাল
অনলস মম পাশ ;
প্রসাধনকারী মম ষড়ঋতু আসে
লয়ে শোভা সাজ রাশ !

শক্তির ভাণ্ডার ফিরে গণ্ডার
সুকঠিন যার রক্ষ,
নির্ম্মিছে মধুচক্র অফুরান্ শ্রমে
মধুমক্ষিকা লক্ষ ।
শুষ্ক পত্র সম খসে যায় জরা,
মধু যৌবনে দেহ নবরূপ ভরা,

শান্ত শীতল ছায়া দেয় তাপহরা
কাল' মম আঁখিপক্ষ ;
রচিত অশথ তলে অতিথির তরে
শ্রান্তি-বিনোদ কক্ষ !

নভোকুঞ্জরগণ হৈমকুম্ভে
করায় আমারে স্নান,
নির্ম্মল মম সীঁথে সন্ধ্যা উষায়
সিন্দুর করে দান।
দেবতা অতিথি আসে হেথা কতজন—
নল দাশরথি দীন পাণ্ডবগণ,
মোর বোধিতলে করেছিলা অর্জ্জন—
বুদ্ধ মুনির্ব্বাণ ;
রিক্ত সকলহারা সকলেরে আমি
সমাদরে দিই স্থান।

ফল্গুর আত্মকাহিনী

আমি

চির সন্ন্যাসিনী ওগো চিরতৃপ্তি তুষ্টিহীন—
কে শুনিবে কথা মোর কে আছে এমন দীন ?
ক্ষুদ্র এই তনু ল'য়ে আছিনু পিতার বাসে,
মনে পড়ে সে কৈশোর কাটায়েছি কত আশে।
পিতৃস্নেহ-ক্রোড়-শৈলে বাড়িতে লাগিনু যত
কি এক নবীন আশা মনে মনে বাড়ে তত ;
কে যেন টানিত মোরে কি এক মোহন গানে—
বুঝাতে পারিনা কারে, বুঝিতাম নিজ প্রাণে।
আমার কুটিরদ্বারে খেলিতাম বনে বনে,
সে বনের পশু পাখী খেলিত আমার সনে ;
উপরে হাসিত চাঁদ হ'ত কথা কাণাকাণি,
বায়ু আসি দিত দোল—ছিলনাক জানাজানি।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে আসিল বিরাগ মোর—
ত্যজিলাম পিতৃগৃহ ; সে দিন বরষা ঘোর।
তরুশিশু লতাবালা পাষাণ পথিকচয়
যে মোরে জানিত, রোধি' পথ দেখাইল ভয়।
শুনি নাই কারো কথা, মানি নাই কোন' বাধা
সরমে ফিরিতে নারি জানিনাক যাব কোথা !
ভেবেছিনু জীবনে কি শুধু সবা হ'তে লব'—
দিবার কি কিছু নাই, হেন দীন হ'য়ে রব' ?

আদান যেমতি আছে প্রদানও তেমতি ভবে,
গৃহীতাও আছে যত দাতাও ততই হবে!
কেন তবে আমি দীন সবঠাঁই পাতি হাত—
আমারে করিব দান উপজিল তীব্র সাধ।
খুঁজিতে-খুঁজিতে তাই গহন কানন দরী
চলিয়াছি ভাষাহীন আড়ম্বর নাহি করি;
চলিতেছি বহুদিন কবে হ'তে মনে নাই—
আয় ওরে তীরে মোর কে কোথা আছিস ভাই!
আমারে বিলাব আমি এই আশা ল'য়ে বুকে
নিরুদ্দেশ-যাত্রা মোর ধারে চুপে হাসিমুখে।
এই সে আকাঙ্ক্ষা মোর হৃদয়ে রেখেছি ভরে'—
অন্তর-সলিলা ফল্গু তাই লোকে কয় মোরে।

জন্মভূমি

তব দীপটি জ্বালে সূর্য্য শশী,
চরণ চুমে জলধি ;
মৃদু মন্দে মধুছন্দে
পদ বন্দে জগতী।
জলদজালে কচকলাপ
তারকা হারে খচিত,
আঁচল—রাঙা ধানের শীষে
দুকূল চারু রচিত।
তুমি অযুত-সুত-বৃতস্তৃত
গঙ্গাপূত সলিলে,
তালবীথিকা বীজনরত
সুরভি-ভরা অনিলে।

দাসের মত ছয়টি ঋতু
অবধানে ও আদেশে,
বিহগগণে ঘোষিছে তব
কীর্ত্তি দেশ-বিদেশে।
তব তুচ্ছ তৃণগুচ্ছে রচা'
মলিন ধূলি শিথানে,
নীরব বীণা ঝঙ্কারিল
কবির করে কি গানে!
মঞ্জরিল শুষ্কলতা
গুঞ্জরিল বিহগে,
ক্রৌঞ্চ সহ ক্রৌঞ্চি গেল
অমর-মন স্বরগে;
ওগো পাইল প্রাণ কাব্য কত
পুণ্য গাথা ধর্ম্ম—
তোমায় গেছে সে কোন্ যুগে
ভাবিতে ভরে মর্ম্ম!
অট্টালিকা ছিল না এত
তাড়িতালোক দৃপ্ত;
কুটীর ভরা রত্ন ছিল
অশেষ মহাদীপ্ত!
হেথা আছিল ঋষি, অমর ত্যাগী—
মগ্ন ধ্যানে নিরত,
রাজা সারা পালিত রাজ্য
পিতৃস্নেহে নিরত।

চাতুরীছলা মানুষগুলা
জানিতনা'ক বিন্দু,
রমণী ছিল দেবীর পীঠে
বিমল সুখ-ইন্দু।
ওগো এই সে ধূলি কত না বীর-
রক্তে রাঙা পড়িয়া,
এই সে ভূমি যেথায় লোকে
বাঁচিয়া থাকে মরিয়া!
এই সে দেশ আমার ওগো,
জন্মভূমি স্বর্গ—
যাহার তরে অযুত কবি
রচিছে গীত-অর্ঘ্য!

মেঘ

(Shelley হইতে)

আমি সিন্ধু তটিনী হ'তে নিয়ে আসি জলধারা ফুল তরে,
কোমল ছায়ায় ঢাকি গো পাতায় তীক্ষ্ণ রবির করে ;
ঝরে সে শিশির মোর দেহ হ'তে ফুটায় যে ফুল-কলি—
মাতার কোলের নিদ্রা তাদের টুটে' যায় জুটে' অলি ;
করকা ফুটায়ে শুভ্র বরণে এ ধরায় পরকাশি'—
বাদল ধারায় মিশে যাই শেষে, বজ্রে মিশায়ে হাসি !

গিরিচূড়া আমি সাজাই তুষারে, তরুশির করি ঘোর,
সারা রাতি শুই শ্বেত উপাধানে—ঝঞ্জার বাহুডোর !
উচ্চে অসীম আকাশ-কুঞ্জে নিকেতন চপলার,
বন্দী বজ্র নিয়ে গুহায় গর্জ্জে বারংবার।
লয়ে যায় ধীর চপলা আমারে সারা ধরণীর 'পরে,
নীল জলতলে আছে তার প্রিয় পাগল তাহার করে ;
নীলাম্বরের নীলিমায় আমি ঘুরে' মরি পিপাসায়—
আমিই আবার নাশি' তৃষা সব—জল হয়ে বরষায় !

প্রভাতের তারা মাগে যবে শেষ-চুম্বন নিশা পাশে,
আশার মতন আলোকে উজলি' অরুণ যখন আসে ;—
আমার পক্ষ-স্যন্দনে চড়ি নামি এই ধরণীতে,
আমিই প্রথম আলোকের রথ সংসারে আনি দিতে ;
সূর্য্য যখন রক্তিম মুখে ধরার বিদায় মাগে,
সাগর যখন রক্তিম রাগে বিদায়ের ছবি আঁকে,
সন্ধ্যা যখন স্বর্গ হইতে ধীরে ধীরে নেমে আসে—
স্থির-গম্ভীর থাকি গো তখন আমার কুঞ্জবাসে !

নিশীথ মধুর পবনবীজিত রঙীন আঙিনা তলে—
স্তব্ধ চরণে আসে যবে চাঁদ স্বর্গ-সোপানমূলে,
উঠাইয়া ফেলি আমার এ ক্ষীণ শ্বেত যবনিকা খানি—
চাঁদ দেখিবারে আসে কত শত দীপ্ত তারকারাণী ।
সজোরে যখন টেনে দিই আমি বসনাঞ্চল মোর—
গিরি মরু দরী চন্দ্র তারকা মিলায় আঁধারে ঘোর ।

রবির রথের চক্রনেমিকে আমিই রাঙিয়া দেই,
মুক্তার মত ছায়াপথ— ওগো, আমিই জানিও, সেই ।
ঝঞ্ঝা যখন বিজয় কেতন উড়ায় আমার ভবে,
আঁধারে মলিন হয় গিরি ভয়ে, ছোটে শশী তারা সবে ।
সাগরের পরে দিক্‌সীমা ব্যাপি' নির্ম্মিত সেতু মোর —
স্তম্ভ ভূধর—বিজয় যাত্রা—ঝঞ্ঝা বজ্র ঘোর !
রুদ্ধ পবন কভু গিয়া আনে বন্দী তপন করে,
রঞ্জিবে বলি চরণ আসন বিবিধ বর্ণ তারে !

নীর-ধরণীর সন্তান আমি আকাশ আমার ধাত্রী,
সব ঠাঁই যাই,—কত রূপে, নহি মরণ-পথের যাত্রী ;
বর্ষার পরে নীলাকাশে যবে থাকে না বিন্দু দাগ,
পবনে তপনে করে যবে ধীরে শারদ অঙ্গরাগ ;
নিজ হাতে-গড়া' ধরণীরন্ধ্রে শূন্য সমাধি মাঝে,
হেসে হেসে মরি—গর্ভের শিশু, অথবা প্রেতের সাজে।
মনে করে তারা, নাই আমি আর—আসিব না কভু আর—
ধীরে ধীরে আমি উপনীত সেথা, ভেঙ্গে করি চুরমার !

মদনের বিবাহ

(Scott কর্ত্তৃক অনূদিত ফরাসী হইতে)

কল্পনা আসি কহিল মদনে
"বিয়ে যদি তুমি কর',
আছে দু'টী নারী 'যুক্তি', 'মূঢ়তা'—
সুন্দরী তারা বড়।"
স্বীকৃত মদন। বিবাহ করিল
একবারে দু'টি নারী ;
সংসার কাযে রহিল যুক্তি
মূঢ়তা বিলাসচারী।
উল্লাসে সুখে কেটে যায় দিন
নাই' কারো' অভিযোগ—
যুক্তি-গর্ভে "বিশ্বাস" হ'লো,
মূঢ়তা-গর্ভে "ভোগ"!



ভিক্ষা

দিওনা আমায় ক্ষণিক মোহানুরক্তি—
দিবে যদি দাও মরণজয়ী আসক্তি ;
আমি চাহিনা মুক্তি চাহিনা মোক্ষ,
চাহিনা সে সুখ স্বর্গ ;
আমি চাহিনা ঢাকিতে নিজের দৈন্য
তুষিতে বাসনাবর্গ !
আমারে জগতে করিয়া প্রচার, গর্ব্ব ;
মানবের নাম না করি মলিন খর্ব্ব !
যদি তোমারে না মানি, মানবে মান্য
করি' যেন হই ধন্য ;
আর মানবের আমি হইয়া নিত্য
নামি তাহাদের জন্য ।
জনম জনম হইয়া মরণশুদ্ধ,
আসি যেন হ'য়ে নূতন কায়ে প্রবুদ্ধ !
যদি অভিশাপ দাও দিও গো মোক্ষ
অক্ষম র'ব নিত্য—
দেখি কর্ম্মযুদ্ধে বিশ্ব-নৃত্য
মরিবে বন্দী-চিত্ত !

পথে

এসো   সোজা পথ ধরি' চলিয়া—
        দুখ দলিয়া,—সুখে চলিয়া—সব সাধ !
    যে যে যাবে, লও ডাকিয়া—
        কোলে টানিয়া,—বুকে চাপিয়া,—সব বাদ !
        চলেছে ওরা বাকা বিপথে,
        পাইবে বাধা প্রতি সে পদে,
        ফিরিতে হবে ও দিক হ'তে
    কত ঠেকিয়া—ভয় দেখিয়া—পুনঃ ঘর ;
চল'   আনি ফিরায়ে, গলা জড়ায়ে, পথে ভিড়ায়ে, নাশি ডর !
ওগো   বাঁকা পথে আছে ভাবনা,
        কত যাতনা, নিশাযাপনা—বৃথা কাম ;
    ছলাকলা ওরা জানেনা
        সহে যাতনা, তাই কত না মিছা লাজ !
        বিপথগামী বলিয়া তারা
        তোমারে কি গো হইবে হারা—
        ঘুরিবে মিছে জগৎ সারা ?
    মিথ্যা কথা ! ঘুচাবে ব্যথা তুমি সব—
ওগো   তোমার সুরে জগতপুরে মরিবে ঘুরে হাহারব !
মম   প্রভু হে—হৃদি-দেবতা
        হরি মূঢ়তা, দাও বীরতা নির্ভয় ;

জীবন মরণ টুটে'
দৈন্য লুটে, করুণা ছুটে নির্ঝর !
সকল কাযে ধ্বনিত হো'ক্
তোমার গীতি মথি' ভূলোক,
ইচ্ছা তব পূর্ণ হো'ক্
জগত মাঝে, নানান্ সাজে চিরদিন !
আর তোমার জয় বিশ্বময় যেন গো রয় অমলিন !

সঙ্গ প্রার্থনা

আমারে লও প্রভু তোমার দাস করি'
সাধিব ভবে তব সকল কায ;
বাহক করি' লও বহিতে সব বোঝা
তোমার সাথে পথে সকাল ও সাঁঝ !
সুহৃদ্ করি' মোরে গোপন কথা সব
শুনিয়া লও সখা, বলিনা যাহা ;
গুরুর মত এসে কঠোর কশাঘাতে
শিখায়ে দিয়ে যাও "ভুল যে তাহা !"
গায়ক কর' মোরে তোমার সভাতলে
গাহিব শুধু তব বিজয়-গান,
তোমারি কর' কবি রচিব নিতি নিতি
তোমারি নাম-গীতা ভরিয়া প্রাণ।
তোমারি করি' মোরে ঘুচায়ে সব বাধা,
নিকটে লও টানি' বুকের কাছে ;
আমার বলি যেন একটু ব্যবধান
থাকেনা কোন'খানে দু'য়ের মাঝে !

ভারতের মহা মহোৎসব *

দিকে-দিকে আজ গীত ও গন্ধ আলোকে ভারত সেজেছে বেশ,
কত শতাব্দী অবসাদ পরে হেসেছে আবার আমার দেশ।
দিগ্‌বালাগণ মুক্তাবর্ষে শান্তি শীতল পবন বয়,
বজ্রনিনাদে গর্জ্জে কামান—"আজ যে এ দিন ঘুমের নয়!"
হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজসূয় যজ্ঞ-দিন
জর্জ্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন!

পথে-পথে শোভে পুষ্পমালিকা বিজয়-পতাকা গর্ব্বে উড়ে,
আলোকোৎসব লাস্যের ছটা তোরণ বিপণি ভবন চূড়ে,
স্বর্গের মত অতি পবিত্র—স্বপ্নের মত মোহন বেশে—
আশার মতন উজ্জ্বল বর্ণে ভারত আমার উঠেছে হেসে।
হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজসূয় যজ্ঞ-দিন—
জর্জ্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন।

দূর অতীতের স্মৃতি বিজড়িত দিল্লীর প্রতি রেণু ও অণু—
কত না রক্তে সিক্ত ভিত্তি, শক্ত করেছে ত্যজিয়া তনু;
রাজা বাদশার দরবার অই দিল্লীর পূত তখ্‌তে আজ
অর্দ্ধ-পৃথিবী-ঈশ্বর হবে সুপ্রতিষ্ঠ প্রজার মাঝ।
হস্তিনাপুরে দিল্লীনগরে আজ রাজসূয় যজ্ঞ-দিন—
জর্জ্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন।

* ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ করোনেশন উপলক্ষে।

ভারতের যত নৃপতিবর্গ ঢালিবে অর্ঘ্য চরণতলে—
ত্রিশকোটি প্রজা রাজদরশন লভিবে অপার পুণ্যফলে ;
প্রাণের এ প্রীতি গভীর ভক্তি ভিন্ন প্রজার কি আছে আর ?
অক্ষয় জয় কল্যাণ তরে মাগি পরমেশে লক্ষবার !
হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজসূয় যজ্ঞ-দিন—
জর্জ্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন।

ভারতের ধূলি, ভারতের বায়ু, এমনি ধন্য পুণ্য রহে—
ভারতের মান অক্ষয় হো'ক্ দীর্ঘজীবন লভুন্ দোঁহে,
অর্দ্ধ ধরার অধীশ্বরের প্রিয় প্রজা মোরা ভাগ্যবান্—
"জয় সম্রাট সম্রাজ্ঞীর" গাও সবে আজি খুলিয়া প্রাণ।
হস্তিনাপুরে দিল্লী নগরে আজ রাজসূয় যজ্ঞ-দিন—
জর্জ্জ ও মেরী অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন।

সম্রাট সেই—ইঙ্গিতে যেই ভাঙ্গে গড়ে রাজ সংখ্যাতীত,
ভ্রূকুটিতে যাঁর বিশাল পৃথিবী প্রাণভয়ে হয় বিকম্পিত—
ইচ্ছায় যাঁর মরুভূমে ছুটে—শীতল মধুর পীযূষধার,
সম্রাট তিনি আমাদের, তবে রবেনা দুঃখ কিছুরি আর!
হস্তিনাপুরে দিল্লীনগরে আজ রাজসূয় যজ্ঞ-দিন—
জর্জ্জ ও মেরি অভিষেক তিথি—গায় আনন্দে এ কবি দীন!

বোধন

কর' জননীর জয়মাল্য রচনা,
করিতে জীবন তুচ্ছ—
মা যে পরমারাধ্যা সিদ্ধ সাধ্যা—
স্বর্গ হতেও উচ্চ !
আয় দীন ভিখারী ত্যজ
তুঙ্গতাকৃতকার্য্য,
হবে মণ্ডপে মার যজ্ঞ আজিকে,
যাবে পতিত পাতকী উদ্ধারি—
হবে তুচ্ছ স্বার্থ শিথিলগ্রন্থি
আয় দুরভিসন্ধি বিস্মরি'।
নাই জাতির বিচার জননীর কাছে
একই স্তন্যে পালিত,
নাই মান-অপমান মৃত্যু যখন
নিত্য শিয়রে রাজিত
মোদের ভিক্ষা দুষ্ট হাত
এই মহা অভিশম্পাৎ
মুছে ফেলি' আয় অধ্যবসায়
সাধনার চিরসঙ্গী ;
তবে যত অভিশাপ পলাবে ছুটিয়া
মুক্ত যেমন বন্দী।

আজি মন্দিরে মার কি যে সঙ্গীত—
কি আনন্দ উচ্ছ্বাস,
আছে অযুত-ভক্ত-বক্ষ-রক্ত
অর্ঘ্য প্রদান আশ।
ঠেলি' মিথ্যার যবনিকা,
ভুলি' কল্পিত বিভীষিকা—
আয় ওরে তোরা শান্তি সলিল
দিবে শিরে পুরোহিত;
আরতির পর দীপ তাপ নিতে
দাঁড়া ঘিরে চারি ভিত।
তোরা কিছু না পারিস্, কিছু না করিস্
শুধু দাঁড়ায়ে দেখিস্ পূজা;
হবে এ সংকল্প তোদেরি নামে যে
আয় ধনী নির্ধনী প্রজা!
আয় দলিত নীচ আত্মা
করি' সার্থক জীবযাত্রা—
কর জননীর জয় মাল্য রচনা
করিতে জীবন তুচ্ছ
মা যে পরমারাধ্যা সিদ্ধ সাধ্যা—
স্বর্গ হতেও উচ্চ।

বাণীর প্রতি

শোভে হিরণবরণ তরুণ অরুণ-
কিরণ তরুর মধুর গায়—
কোকিল কূজিত, কোবিদ পূজিত,
কুঞ্জ কানন কুসুম ভা'য়।
মন্দ পবনে ভবনে ভবনে
গন্ধ ছুটেছে বন্দনা সনে,
নন্দিত তব সন্তানগণে
অঙ্গনে তব জননি,—
অয়ি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি!

আমি তেয়াগি' তোমায় গিয়াছিনু দূরে
সম্পদ তরে পরের দ্বারে,
তারাও যে দেখি তোমার শিষ্য
তাড়াইয়া দিল ঘৃণায় মোরে;
ফিরিয়াছি তাই হইয়া হতাশ
দগ্ধ হৃদের দীর্ঘোচ্ছ্বাস—
তৃপ্ত করিতে দীপ্ত পিয়াস
ব্যর্থ হবে কি জননি,—
অয়ি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি!

আছে অযুত-ভক্ত-তপ্ত-রক্ত
অর্ঘ্যে ভক্ত বসাতে তব,

সুরভি সুষম মনোরম কম
পরাতে কুসুম মাল্য নব।
আমি নয় শুধু দেখিব সরিয়া
মহৎ চরণ প্রান্তে বসিয়া ;
সাধু পদ-রেণু মাথায় বহিয়া
ধন্য হইব জননি,
অয়ি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি'

ওমা আছে ত' তোমার সন্তান বহু,
সাধিবে তাহারা সকল কায ;
এ অস্পৃশ্য রহিব সুদূরে
হয়ে তব সুত মাঝারে লাজ।
সক্ষম তব সন্তান মাঝে
অক্ষম আমি সুত তব মা যে ;
তাই কি গো স্নেহ বাঁটিয়া দিবে যে—
মোরে দিয়া ফাঁকি জননী
অয়ি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননী !

আমি ছাড়ি ও অঙ্ক বাহিরিনু পথে
ত্যজিয়া তোমায় জানি না কবে,
ধর নি' ত' হাত, বল নি' ত মুখে
"যাস্‌নে"—আছিলে মৌন ভাবে।
কে জানিত সেই গুরু অভিমান—
তীব্র আলোকে তোমার বয়ান
ঢেকেছিল, তাই পাপী সন্তান

ত্যজেছিল তোমা জননি,
অয়ি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি !

ওগো আসিয়াছি আজ করি বহু আশা
ভেঙ্গেছে হয়ত সে অভিমান ;
রুদ্ধ অশ্রু উৎস প্রবাহে
ধুয়ে দাও মোর মলিন প্রাণ !
পিয়িব অমৃত এ চিত ভরিয়া,
জনম জনম আসিব মরিয়া ;
ও চরণ পূজা লইব বরিয়া
ভক্ত হইব জননি,
অয়ি বিজ্ঞান-জ্ঞান-জননি ।

নিবেদন

লও মোরে সখা বাঁধিয়া—
তোমাতে আমাতে করি অভিন্ন
দোঁহার জীবন গাঁথিয়া!
করিও এ প্রাণ খেলনা তোমার,
কাযের না হোক্ হবে খেলিবার;
খেলার সময়ে হেলায় কখন'
দিবে চুম্বন সাধিয়া;—
তা' হলেই মোর খেলার জন্ম
সার্থকে যাবে কাটিয়া।

লও মোরে সখা তুলিয়া—
শতেক গন্ধ কুসুম চয়নে,
আমার এ ফুল ভুলিয়া।
সৌরভ নাই, এই অপরাধে
চলিয়া যাবে কি ভুলিয়া অবাধে?

না হয় তুলিয়া দিওগো ফেলিয়া—
যাবে মম কায়া খুলিয়া ;
তোমার পরশে লভিব মরণ
তব পদরেণু চুমিয়া।

ল'ও মোরে দয়া করিয়া—
তোমার চরণে হেম-মঞ্জীরে
কঙ্কর রূপে ভরিয়া!
বাজিব নিত্য শিঞ্জন তালে,
পড়িব মনে ত' তবু কোন' কালে ;
ঝঙ্কার মম বেড়িয়া তোমারে
ধ্বনিবে রহিয়া রহিয়া ;
ধন্য হইব সঙ্গীত রূপে
তোমার চরণে মরিয়া।

ল'ও মোরে সখা চাহিয়া—
আমার আমারে তব দিঠি তলে
একবার শুধু ডাকিয়া!
সব কল্পনা হো'ক্ অবসান,
আমার এ আমি পা'ক্ নব প্রাণ,
জীবন মরণ জনম সাধন
দিব গো সাধিয়া সাধিয়া ;
তব গৌরবে লীন হ'য়ে আমি
রিক্ত হইব মাগিয়া।

বিলাপস্মৃতি

(১)

অই সেই মালাটি তাহার !
সেই বনে ফুল রাশি হাসিতেছে সেই হাসি,
কেউ নাই—কে তুলিবে আর !
সে যতন নিপুণতা, আজ' আছে,
মালাটি শুকায়রে ;—
শুকায়ে ঝরেছে ফুল, সূতা পড়ে' হায় রে ।

(২)

অই সেই বীণাটি তাহার !
সেই বাধা সপ্ত গ্রাম কই বাজে অবিরাম—
পড়ে আছে যেন ছিন্ন-তার !
সেই গান সেই সুর জাগে কাণে,
সে গায়ক গায় না,—
আগুন ত' নিবে' গেছে দাহ-দাগ যায় না !

(৩)

তবে নাকি চলে গেছে প্রিয়া ?
সবি ত' রয়েছে পড়ি' সে রয়েছে বিশ্বভরি' !
চোখে মোর একি গেল দিয়া ?
চোখে, কানে, সারাদেহে, প্রাণে মনে
বিরাজে সে ললনা ;
খেলা-ঘর ভেঙ্গে গেছে, লুটাইছে খেলনা !

স্মৃতি *

সার্থক হো'ক্, পূর্ণ হউক্
সাধকের শেষ-যাত্রা—
তপ্ত হিয়াটি লভুক্ তৃপ্তি
শান্তি পূর্ণমাত্রা !
জীবনে শুধুই পেয়েছ নিরাশা,
ব্যর্থ হয়েছে সাধনা ;
পূরিবে সেথায় তাঁহার চরণে
জানা'য়ো সকল যাতনা।
গেছ আজ যেথা নাই, সখা—সেথা
কিছুরি অপূর্ণতা,
নিত্যপূর্ণ সুন্দর সব,
সকলের সফলতা !
মরণে যখন করেছ বরণ
সে তব তখন দাস ;
ত্যাগীর কি আর আছে আপনার
সে ত' মুক্ত ছিন্নপাশ !
তুমি ওহে সখা জাগরণ প্রাতে
প্রথম শঙ্খধ্বনি,
মাধবী প্রাতের পাপিয়াকণ্ঠে
উঠেছিলে সুরছনি।

* মৃত্যুতে !

শুভ শারদের রজত নিশীথে
মধুর বাঁশীর সুর—
দূর হ'তে এসে কোন্ দূরে গেলে
নিজে-নিজে ভরপূর।
জননীর এই মণ্ডপে তুমি
মহাপূজা মহাবলি ;
কীটদংশনে ঝরিলে অকালে
নবীন কোমল কলি।

সিন্ধু-সমাধি *

মৃত্যু ত' ধ্রুব! এমন মরণ কার?
ভীষ্মের মত কে বরে মরণ?
শান্ত হৃদয় স্তব্ধ চরণ,
যবে করাল মৃত্যু ব্যাদানে বদন
চারিদিকে হাহাকার!
অটল সেথায় অভীত চিত্ত!
মরণ মানিছে হার,
এমন মরণ কার?
মূর্ত্ত সত্য! হেন ত্যাগ ভবে কার?
শতেক আর্ত্ত শত বিপন্ন
কাঁদিছে যথায় জীবন জন্য,
বাজাইয়া ভেরী মরণ-সৈন্য
বিস্তারে অধিকার;
তুচ্ছ করিয়া আপনারে সবে
করিয়াছ উদ্ধার—
হেন ত্যাগ ভবে কার?

* মহাত্মা W. T. Stead এর মৃত্যুতে।

সত্য সেবক! সত্যের সেবা করি'—
অন্যায় শিরে হানিতে খড়্গ,
যোগ্যেরে দিতে প্রীতি ও অর্ঘ্য,
মলিন জগতে রচিতে স্বর্গ—
কত সুখ নিলে বরি;
আত্ম দানিয়া সত্য সেবায়
চিরদিন যাপি মরি—
বিশ্বের সেবা করি!
বিশ্ব বন্ধু! দলিতের সমব্যথী!
ছলনা যে নয় এ সেবা তোমার-
উজ্জ্বল হয়ে হয়েছে প্রচার;
অমৃত আশায় গেলে পরপার
অমরের দেশে যদি।
অন্তরে তোমা' পেয়েছি আমরা
মরণ সিন্ধু মথি,
দলিতের সমব্যথী।
মলিন বিশ্বে কোথায় এমন স্থান?
যেথায় তোমার নশ্বর দেহ
রক্ষা করিবে, আছে কার গেহ—
অসীম সিন্ধুই তাই করি স্নেহ,
করিল গো নির্ম্মান।
অক্ষয় তব সমাধি-সৌধ
নিজ হৃদে দিয়া স্থান
কে পায় এমন মান?

দর্পহরণ *

গঠিল যেদিন "টিটানিক" পোত মানব বুদ্ধিবলে,
স্তম্ভিত হল সারাটি পৃথিবী বুদ্ধির কৌশলে!
ধরা'পরে আছে যত পোত আজ—
সবারি শ্রেষ্ঠ, সব দেশ মাঝ,
অতুল কীর্ত্তি মানব সমাজ
ঘোষিল জগতীতলে।
গঠিল যেদিন "টিটানিক" পোত মানব বুদ্ধিবলে!

ভাসিল প্রথম লীলায় আলোড়ি সুনীল সিন্ধুজল
আপন গরবে চলিল তুলিয়া মহৎ কীর্ত্তিস্থল;
বিলাস ভবন, বন উপবন,
কৃত্রিম গিরি, উৎস শোভন,
রঙ্গমঞ্চ, নৃত্য ভবন,
অনেক যাত্রীদল,
লইয়া প্রথম ভাসিল, আলোড়ি সুনীল সিন্ধু জল।

* Titanic জলমগ্ন হওয়ায়।

উচ্চকণ্ঠে ঘোষিল মানব "সোলা ডুবে' যেতে পারে,
টিটানিক তবু ডুবিবেনা কভু" !—এতই অহঙ্কারে !
দেবতার দ্বারে তাই প্রতিশোধ
তুষার শৈলে পথ অবরোধ !
আদেশে ডুবিল টিটানিক পোত,
দর্পহরণ তরে,
আছে একঠাঁই—সকল দম্ভ দর্প যেথায় হারে !
কোথায় তাহারা কয়েছিল যারা 'সোলা ডুবে যেতে পারে ?'

বিষাদ

ওগো কত বল আর সহিব তোমার
দারুণ বিরহ জ্বালা;
কত বল আর হতাশে ফেলিব
যতনে গাঁথিয়া মালা?
আসিবে বলিয়া সারা দিন আমি
চেয়ে থাকি পথ পানে,
তুমি ত' এস না কত যায় আসে—
প্রতি রব বাজে প্রাণে!
ছড়াইয়া রাখি কুঞ্জ দুয়ারে
সদ্যস্ফুট ফুল,
নিশাশেষে সেও ঘুমাইয়া পড়ে
আমার বিঁধে যে শূল!

উষার বাতাস স্নিগ্ধ শীতল
জুড়ায় সকল জ্বালা,
আমিই অভাগী কভু না জানিনু
তোমারি কারণে কালা!
উষা ত' আমার নহেগো সুখের
চাহি না আমি ত' তারে—
সে যে এনে দেয় আর একদিন
নূতন নিরাশা ভারে।
ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলিনী রাধা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ;
আর এর পরে এসে কি দেখিবে
নিদয় জীবনানন্দ?
মৃত্যু ত' আমি চাহিনা দেবতা—
এত ব্যথা তাই সহি;
মৃত্যুর পর সেবিকার কাজ
যাবে অপূর্ণ রহি'।

রূপ ও প্রেম

মনে করি তারে বাসিব গো ভাল,
কিন্তু কে যেন এসে—
নিবারিয়া বলে চাপিয়া হৃদয়
"কাজ নেই ভালবেসে।"
জ্যোতির্ম্ময়ী সে পরম উজলা
জানি না দেবতা কে সে—
দন্তে চাপিয়া অঙ্গুলি ছোট
আসে এলায়িত কেশে!
আমি ভাবি তারে পিছুতে ফেলিয়া
নিরাপদ ঘরে ছুটি?
হায়রে, পাষাণী! সমুখে আসিয়া
ধরে গো চরণ দু'টি!
চলিতে পারি না স্তব্ধ হৃদয়ে
কি যে ভাবি তারে দেখি—
পলক আড়ালে যায় সে পলা'য়ে
দীন আমি বসে' থাকি!
পড়ে' থাকে মোর আশা অতৃপ্ত
ব্যর্থ জীবনভার,
দিগ্ধ বাসনা আর আঁখি পাতে
অশেষ অশ্রুধার।

মাঝপথে ফেলে পলায় পিশাচী
কোথা আমি এবে যাই ?
এসেছিল 'প্রেম' গিয়াছিল বলি
আজ' মনে পড়ে তাই :—
"ওরে দরিদ্র রূপের কাঙাল
মূর্খ বাসনা-দাস,
"সন্তোষহীন ওরে নির্ব্বোধ
নিজ গলে দিলি ফাঁস !
"রূপের চর্য্যা যতই করিবি
তত মিটিবে না আশা—
"পাইবি শান্তি সন্তোষ চির
শেখ শুধু ভালবাসা ।"

জাগরণ

জগতের আজি বিশাল আঙিনা
পূরিয়া গিয়াছে হরষে ;
উৎসবে মাতি চলেছে সকলে
বিপুলানন্দ রভসে !
একি গো জননি বিশ্বের রাণি
কেন এ শূন্য কুটীরে,
কেন কাঁদ' একা মলিন বসনা
জীর্ণ শীর্ণ শরীরে ?
তৈলবিহীন ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
অনিমেষ আছ বসিয়া—
পার্শ্বে তনয় ছিন্ন কাঁথায়
গাঢ় নিদ্রায় পড়িয়া।

টুটায়ে সুপ্তি দাও মা জাগায়ে
জাগরণ দিন প্রভাতে,
সন্তান তব পশিবে আজিকে
বিশ্বের মহাসভাতে ;
করিবে প্রচার সুনাম তোমার
মুছি' হীনতার লঘিমা—
গাবে শুধু গান তোমারি গর্ব্ব
তোমারি নামের মহিমা !

শিখাও জননি তুচ্ছ করিতে
ক্ষুদ্রজীবন ভুবনে,
সবার সঙ্গে সবার মতন
চলিতে আপন চরণে।
গুরু গৃহে ভীত বালকের মত
এতদিন পথে খেলেছি ;
আজ সহপাঠী— সম্মান দেখি
অভিমানে ঘরে ফিরেছি।
শিখাও সাধিতে সাধকের মত
প্রাণ হ'তে প্রিয় সাধনা—
শিখাও সহিতে বীরের মতন
নির্য্যাতন ও যাতনা
শিখাও ছুটিতে জাগ্রত সম
তব শুভাশীষ লইয়া—
মরণেও যেন বরণ করে' নি
কৃত কৃতার্থ হইয়া।



প্রতীক্ষা

(১)

স্তব্ধ দু'পুর ; চারিদিকে রোদ মেলা—
আলোকে-কিরণে মেশামিশি হ'য়ে
করে যবে রং খেলা ;
মম—নিলয়লগ্ন বংশ-বাটিকা বয়ে'
বাঁশীতান আসে ভেসে,
প্রতিধ্বনিটি বাজিছে তাহারি
আমার প্রাণের দেশে !—

(২)

বংশরন্ধ্রে প্রতিহত বায়ু কাঁদে—
আমারি মতন বাঁধা গৃহকোণে
অক্ষম নানা ছাঁদে !
অই ফুলসৌরভে, বসন্ত-হারা মনে—
ছাড়িছে দীর্ঘশ্বাস,
বিরহবিধুর বধূর হৃদয়ে
তাই গো সুপ্রকাশ !

(৩)

বকুল-আকুল অভিমানে ভূমে লুটে'
নিরভিমানিনী শেফালি রূপসী
ঘুমহারা আঁখিপুটে ;

আছে নিঠুর দয়িত আসিবে বলিয়া
অপেক্ষি' সারারাতি ;
নিতিনিতি তবু' মিছিমিছি রাখে
বাসর শয়ন পাতি'।

(৪)

আমার দেবতা আসিবেনা এত ত্বরা—
হয়ত আসিবে হাজার বরষ
অন্তে বিরহহরা !
ওগো ততদিন আমি জ্বলিব সর্জ্জরস
বিরহ পুণ্য-যজ্ঞে—
রবেনা সেদিন জীবনাভিমান
যবে মিলিবে আত্মাযুগ্মে ।

উপেক্ষিতা

তাহারে ভুলিব কেমনে ?
সে যে ধরা দিতে এসে উপেখিত হয়ে
গেছে অনাদর-বেদনে !
মোর অহঙ্কারের যবনিকাখানি
উঠে গেছে দ্রুত সে ক্ষণে !
তার অপাঙ্গে, চাহনি সঙ্গে
কত কি প্রাণের কাহিনী—
খেলিত রঙ্গে কত বিভঙ্গে
তখন বুঝিতে পারিনি !
তার মধুর কণ্ঠে ললিতছন্দে
উঠিত যে স্বরলহরী,
কত স্বরগের ভাষা আনিত বহিয়া
রাগিণী উঠিত শিহরি !
নির্ম্মল উষা গগনের মত
কমদেহখানি জুড়িয়া,
তার অঙ্গ ছাপিয়া পুণ্য প্রভায়
মাধুরী ফিরিত ঘুরিয়া !
সারাটি বিশ্ব ছিল বিভাসিত
যে নীল নলিন নয়নে—
সে যে অসময়ে যাবে কখন' জানিনি'
ভাবিনিও কভু স্বপনে ।

আবাহন

এস দেবি, এস মোর নিভৃত কুটিরে,
দীন আমি কোথা পাব' রাজ অট্টালিকা—
তৃণ-পর্ণে রচা' ঘর তটিনীর তীরে,
দিনে সাথী ধূ ধূ বালু, নিশীথে চন্দ্রিকা !
সকলে তোমারে ডাকে—দিবে সিংহাসন
মণি মুক্তা হার অর্ঘ্য দিবে রাঙ্গা পায়—
লবে মাগি কত বর, আশীষ বচন,
কাঙ্গালিনী মা আমার, ভুলিবে কি তায় ?
আমার কিছুই নাই, নিঃস্ব এজগতে,
পূজিব গো বনফুলে দিয়া আঁখি বারি ;
দিব ডালি প্রাণখানি পরতে-পরতে
চাহিব না কোন' দান, ওগো সুরনারি !
অর্ঘ্য ফেলে' মুগ্ধ প্রাণ লও মাতঃ যদি
এস তবে দিব আমি চির নিরবধি !

দারিদ্র্য

এস জগতের স্নেহ 'করুণা পুষ্ট
ঘৃণায় বিলান' দৈন্য !
কে পারে এমন তোমার মতন
বিলাতে' আপনা—অন্য ?
তব নাই ছলাকলা কুটিল চাহনি
বিলাস-বিভল সুর,
বিপুল বিশ্বে ঘুরিছ উদাস
নগর-পল্লী-পুর।
এই জগতের মাঝে সঙ্গীত যথা—
মৃত্যুর মাঝে সুখ,
তোমার হৃদয় সুন্দর তথা
বাহিরে মলিন মুখ !
তব মাথার উপরে মুক্ত আকাশ
বলাকা বক্ষে ধরি',
দিয়াছে পাতিয়া সুনীল চাঁদোয়া
কত সমাদর করি।
ঐ দিয়াছে পৃথ্বী শষ্পকোমল
বিছায়ে ক্ষেত্র শ্যাম,
শীতল পক্ষে ঢাকিতে সুপ্তি
আসে ছাড়ি সুরধাম।
তুমি দাও অভিশাপ, দৈব-আশীষ,
আমি যে তোমারি দাস ;

অতি সুন্দর বলি' লোকে তোমা'
দিয়াছে ঘৃণায় পাশ।
এত অভাবের মাঝে সন্তোষ তব
করেছে সকল জয়,
সকলের পদে আনত ও শির
দম্ভে উচ্চ নয়!
ওগো এ ভুবনে ধন বন্যা মতন
আসে পুনঃ চলে' যায়,
সত্যের মত স্থির থাক' তুমি
চেনেনা মানব, হায়!
এই দেশের—জাতির বিপুল জনতা
করিয়া গো অধিকার,
অসম্পন্ন প্রশ্নের মত
বেড়ি' আছে চারিধার।

ভুল

ভেঙ্গোনা এ ভুল মোর—থাকুক হৃদয় ভরি'—
যতক্ষণ নাহি আসে মরণের খেয়াতরী!
পায়ে ধরি সখা তব, দিওনা ড়ুবায়ে মোরে,
গ্রহ তারা শশী রবি কেন নিতি নিতি ঘোরে!
কোথা হ'তে আসে জীব কোথা পুনঃ চলে যায়—
হিংসা দ্বেষ কেন ভবে—আত্মপর বলে কা'য়!
পায়ে ধরি সখা তব, দিওনা ভেঙ্গে এ ভুল—
এই ভুলে ভুলে' আমি পাইয়াছি বিশ্বে কূল!

চাহিনা জানিতে নাথ কেমনে কোথা কি হয়,
কেবল জানাও মোরে এই বিশ্ব সুখময়!
আমি জানি এই ভুলে ভুলে' আছে সৃষ্টি তব—
ভুলিয়া তন্ময় হয়ে নীরব নিথর ভব।
নীরব পাদপবল্লী, নীরব জ্যোছনা নদী
নীরব তারকা গ্রহ শশী রবি মরু আদি!
নীরব শিশুর হাসি, নীরব মায়ের প্রাণ
নীরব প্রীতির পূজা, নীরব দাতার দান!

পায়ে ধরি সখা তব—দিওনা দেখায়ে মোরে,
জ্ঞানের সে রাজপথ—রব' চির ভুল-ঘোরে!
রাজপথে কত লোক চলিয়াছে কত কাযে,
রহিবে না কেহ'মোর সন্ধ্যাবেলা পথ মাঝে;

প্রহরীরা আছে খাড়া দিবে বাধা প্রতি পদে—
তার চেয়ে যাব' আমি বনমাঝে বাঁকা পথে ;
পাটনিরে ডাক দিলে নদীতটে উতরিয়া,
ও পারের স্নানঘাটে দিবে মোরে পঁহুছিয়া।

রাজপথ-শেষসীমা তোরণের কাছে গিয়া,
মোর সেথা বহু পথ ক্ষেত ঘাট মাঠ দিয়া—
ত্বরা যাবে দশ জনে নানা কোলাহল করি'
না হয় নীরবে আমি যাব ছোট পথ ধরি' !
আমার এ ভুল পথে কোথাও দাঁড়াতে নাই,
উঠিব একটি বারে যেথা আমি যেতে চাই ;
থাক্ পথে শুষ্ক পাতা আবর্জ্জনা ধূলা রাশি—
পরে আছে পদচিহ্ন গেছে কত গ্রামবাসী।

আমার দেশ

চির শিবময় শিব ধাম যার
অচল অটল উত্তরে,
পুণ্য সলিলা নদী যার ধায়
নর্ত্তনটনে চত্তরে ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে সাগরে
অবধি যে দেশ বিস্তৃত,
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
সকল দেশের ঈপ্সিত !

চন্দ্র যাহার জ্যোৎস্না ধারায়
নিত্য করায় সুস্নাত,
কমলার ঝাঁপি অফুরান্ যেথা
বাণী-পূজা ধরা-বিখ্যাত ;
দেবী যেথা সদা দশকরে করে
দশদিক কৃপারক্ষিত ?
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
চিরগৌরবমণ্ডিত !

যার নদী-ঘাটে পাটনিরে ক'ন্
পার করি দিতে ঈশ্বরী,
চরণপরশে হিরণ বরষে !
দেখে নেয়ে', সব বিস্মরি ;

যার বনে দেখি শুষ্ক কাষ্ঠ
কবি হয় ছাড়ি দস্যুতা,
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
দেব-নরগণ বিস্তৃতা !

যার খাত-জলে বহুল কমলে
বাণীর নিলয় নির্ম্মিত,
যার পথে-পথে দেবতার নাম
হয় সদা পরিকীর্ত্তিত ;
উত্থিত রমা যার জলনিধি
হয়ে দেবাসুরমন্থিত—
সে আমার দেশ শ্রেষ্ঠ সে দেশ
যুগে যুগে পূজাবন্দিত।



এস মা জননি

(গান)

এস মা জননি, এস মা জননি!
শোন' মঙ্গল সুরে নানা রাগিণী!
হের প্রভাত কিরণ সমুদ্ভাসিত চিররুচির ধরণী
গায় অমৃত যন্ত্রে বিজয়মন্ত্রে তব কীর্ত্তিকাহিনী
এস মা জননি, এস মা জননি!

অই গন্ধামোদিত সজ্জিত তব রঞ্জিত পূজা অঙ্গনে,
আছে অঙ্গনাগণ চিরপ্রসন্ন চেলাঞ্চলাবগুণ্ঠনে;
অই মঙ্গল রবে পূজার তোমার কনকাঙ্গুলি কম্পনে
আজি দীর্ঘ বরষ অন্তে হরষ জেগেছে গো শিবরমণি!
এস মা জননি, এস মা জননি!

দেয় অগণিত তব তনয়বৃন্দ পুষ্প অর্ঘ্য ভার,
আজি প্রীতি পুলকিত গীতিমুখরিত শুভ এ শারদ বায়;
খোল' পুষ্প গন্ধ সমুচ্ছ্বসিত অশোক নিলয় দ্বার—
শুধু "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলি ডাক মা সঞ্জীবনী;
এস মা জননি, এস মা জননি!

দাও উঠায়ে উৎস বিশ্বপ্লাবক প্রেমবন্যা জীবনে—
যাক্ কল্মরাশি ভুবন হইতে পুরুক স্বর্গ স্বপনে!
র'ক্ সুখ বসন্ত ব্যাপি' দিগন্ত যুগ যুগান্ত ভুবনে,
এই জীবন অঙ্কে সুখের শঙ্খ বাজুক দিবস রজনী
এস মা জননি, এস মা জননি!

পূজ্যা

আসিয়া উষায়—অয়ি মধুরহাসিনি
ডেকেছিলে কত বার চিনিতে পারি নি';
তন্দ্রা-বিজড়িত, মুগ্ধ, অলস চেতনা
করেছিল সেইক্ষণে স্বপন রচনা!
অনাদৃত ভাবি' তুমি ত্যজিলে আমারে
স্নেহদীপ্ত দিঠি দিয়া মিলায়ে আঁধারে;
কম্পিত অঞ্চল তব লাগি' অঙ্গে মোর
ভেঙ্গে গেছে জীবনের সে দুঃস্বপ্ন ঘোর!
কেহ নাই! আঁখি মুছি' দেখিনু চাহিয়া—
তবুও কাহার স্বর ফিরে গৃহ কোণে
কোন দূর জগতের সৌরভ আসিয়া—
কার' পুণ্যময়ী স্মৃতি জাগাইল মনে!
হায় আমি সেইক্ষণে পড়িনু বসিয়া—
হা লাঞ্ছিতে, তুমি যে গো পূজ্যা এ জীবনে!

স্বাধীনতা

প্রথম প্রণব ওঙ্কার রবে
স্পন্দিত হ'ল বিশ্ব,
আলোক-সাগরে বুদ্বুদ্ সম
ফুটিল নিখিল দৃশ্য !
অণু-পরমাণু, ক্ষুদ্র-বৃহৎ
দাঁড়া'ল বাঁধন কাটিয়া—
ভিন্ন রূপেতে ভিন্ন কার্য্য
নিল' নিজে নিজে বাঁটিয়া !
সাধন গঠন ভিন্ন
সাধিবারে এক কায
বাহিরে পৃথক্ চিহ্ন
অন্তরে এক সাজ !
তুমিও শক্তি সে হ'তে ভুবনে
মানব জাতির বক্ষে—
লভিলে জন্ম অঙ্কুররূপে
সাম্য মৈত্রী ঐক্য !
মানব সমাজে অধিষ্ঠাত্রী
তপ্ত বক্ষ রক্তে ;
অস্ত্রের ঘোর ঝঞ্জনা নাদে
বসাঁও আপন ভক্তে !

সুন্দর তব কাঞ্চনহার
মানব সাধিয়া সাধিয়া—
পরিতে গলায় জনম জনম
আরাধিছে কত কাঁদিয়া !
আলোকের মত এসে',
ছায়াটির মত যাও,
শিশুর মতন হেসে'
রূপের মত পলাও !
তোমার ক্ষণিক পুণ্য চাহনি
মুছে দেয় সব পাপ—
জাতির জন্ম জন্মান্তের
যত গ্লানি অভিশাপ।

আত্মপ্রার্থনা

আমারে দাও অগ্নির মত রূপ,
তোমার পাশে দাঁড়াতে যেন পারি,
প্রেমের রসে ডুবাও জড়স্তূপ
আমার দেহ বলিতে যেন নারি ;
মুখরিত ও ঝঙ্কৃত তব গানে
মিলায়ে দাও মম কণ্ঠ স্বর ;
সুপবিত্র ফুল্ল-ফুলঘ্রাণে
পূতি গন্ধ করগো মম দুর ;
আমারে কর মৃত্যুর মত স্পর্শ
চেতনা মম তোমাতে ডুবে যাক্ ;
অসাড় দেহে উঠুক ফুটে হর্ষ
মিলায়ে যাক্ জীবন-দেহ-বাক্ ।

রুগ্নকবি রজনীকান্তের প্রতি

বঙ্গমাতঃ! দেখ আজি মেলিয়া নয়ন
তোমার রজনীকান্ত কি দুঃখে মলিন!
ভারতি, এ কলঙ্ক কি রবে চিরন্তন—
সেবক হলেই হবে মূক অন্ধ দীন?

রক্ষিতে তোমার লজ্জা এই সে সন্তান
"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" বরিতে কহিল,
তোমার শারদমূর্ত্তি দেখি যার প্রাণ
প্রেমে মাতি' "আগমনী" গীতি যে গাহিল।

হে কবি, তোমারে আমি কি দিব সান্ত্বনা,
(যাহার "অমৃত বাণী অভয়া কল্যাণী")
আপনি ভারতী দেখি' শিষ্যের সাধনা
কণ্ঠ রোধি' তব গান কাড়িলেন বাণী।

সারা বঙ্গে তব নাম পূর্ণ করুণায়
এমন মহতী শাস্তি কে লভে ধরায়?

কবি রজনীকান্তের বিয়োগে

গিয়াছ হে কবি এবে দূরপুর অমরায়,
আর কি আসিবে না গো আমাদের এ ধরায় ?
আসিওনা। বড় দুঃখ,—এ বড় কঠিন ঠাঁই—
অনেক সহে'ছ হেথা প্রেম দয়া কিছু নাই।
এত যে গাহিলে গান—অভয়া কল্যাণী বাণী—
ভকতের ভূমানন্দ আগমনী গীতিখানি,
করিলে পরিবেশন মথিয়া অমৃত নিধি,
প্রতিদান—অই তব ব্যাধি ? হারে হতবিধি !
ভাষাহীন, কণ্ঠহীন—তবুও করেছ সেবা
কত ছন্দে জননীর, এমন পারিবে কেবা ?
শেষ আজ সব গান ওরে গান-হারা-পাখী,
অশেষ গানের দেশে করে তোমা ডাকাডাকি।
এত দিন কবিবর ! শুধু নয়নের ছিলে—
আজ তোমা ভোগ করে সর্ব্ব অঙ্গ-দেহে মিলে।

সন্ধ্যাতারা

১

অয়ি, মৌন মূক মুগ্ধা তারকারূপসী !
প্রশান্ত প্রদোষকন্যা উদ্ভিন্ন-যৌবনা—
অঙ্গে অঙ্গে দীপ্তশিখ আলোক উচ্ছ্বসি,'
কে সুরসুন্দরী তুমি ত্রিদিবদ্যোতনা ?

২

মনে হয় আসি' তুমি প্রেম-অভিসারে
সঙ্কেত-বিমুগ্ধা বালা আছ দাঁড়াইয়া—
মৌন—নির্নিমেষ আঁখি ! নেপথ্যের আড়ে
ডাকিতেছ যেন তারে কর বাড়াইয়া !

৩

সে কোন্ গৃহের কোণে অজানা সুদূরে
এমনি তোমার পথ চাহি' আছে বসি';
আছে যেথা, সে তাহার হৃদয়মুকুরে
দেখিছে ফলিত শুধু তব মুখ শশী !

৪

ভাবিয়া সে মনে তব ব্যর্থ অভিসার,
অপরাধী করেছে সে নিজে আপনারে ;
তোমার উৎকণ্ঠা হ'তে দ্বিগুণ তাহার,
সরম শায়ক তীক্ষ্ণ বিঁধিতেছে তারে ।

৫

নিত্য দেখি ওইখানে আসিয়া অমনি
শুভ্রমেঘে দিয়া অবগুণ্ঠন ঈষৎ—
দুরাশায় চেয়ে থাক' দুঃখ নাহি গণি—
প্রেম কি এতই সহে, এতই বৃহৎ ?

৬

যাও তুমি ফিরে' ঘরে রাত্রি বেড়ে আসে—
কত দিন অপেক্ষিবে উপেক্ষিত হ'য়ে ;
শীত গ্রীষ্ম সহি' শিরে এ বিফল আশে
দিবে দেখা সে নিশ্চিত তব প্রেম ল'য়ে।

৭

প্রতিদিন ওইখানে আসিয়া সন্ধ্যায়
পাণ্ডুর বদনে ঘরে ফিরে যাও প্রাতে ;
হয়ত প্রেমের প্রশ্ন নিহিত ইহায়
এ বিফল প্রতীক্ষায়, ব্যর্থ যাতায়াতে।

নিশীথে

গাঢ় সুপ্তি বিশ্বব্যাপি' পাতিয়াছে কোল
ল'য়ে বুকে এ নিখিল স্নেহে জননীর ;
থেমে গেছে কোলাহল যত গণ্ডগোল—
ঝিল্লীডাকে, বহে রক্ত বিশ্ব ধমনীর।

তরুতল কি পর্য্যঙ্ক—কোন' ভেদ নাই—
একাকার নাহি জ্ঞান ঘুমে অচেতন ;
জেতা, জিত—প্রভু, ভৃত্য, সমান সবাই,
লক্ষ্য নাই লাভ ক্ষতি কাহার' এখন।

হিসাবের ভুলচুক্ হিসাবেই আছে,
লাভ জয়ে সে দ্বন্দ্বিতা সব অবসান্
এ নীরব এ বিশ্রান্ত জগতের মাঝে
জাগিতেছে এক শুধু সমস্যা মহান্

এই ভ্রান্তি-পবিত্রতা সুপ্তি দিতে পারে—
জ্ঞানময় জাগরণ দিতে কেন নারে ?

প্রকৃতির মহাপ্রাণ

নহ তুমি প্রাণহীনা অসার প্রতিমা !
সঘন স্পন্দন তব সদা সৃষ্টি মাঝে ;
প্রকাশিত হয়, ক্ষুদ্র জীবনের সীমা—
অসীম মৃত্যুতে যবে আত্মদান যাচে।
সুষুপ্ত নিশীথে বাজে বাঁশরী তোমার,
দিকে দিকে রূপ তব সুন্দর শোভন,
তোমার পুলকস্পর্শে প্রকম্প ধরার,
তব চুম্বমুগ্ধ বিশ্ব এমন মোহন !
দিন রাত্রি, আলো ছায়া—বাঁধা এক সাথ
কি শৃঙ্খলা ছোট-বড়, সূক্ষ্ম অণুগণ,
ইঙ্গিতে নিয়ম পালি' করে যাতায়াত।
অণুর সংযোগে প্রাণ, বিয়োগে মরণ।
যার' আজ্ঞা মুগ্ধ বিশ্ব করে অবধান,—
প্রাণের দেবতা সেই, নাই তার' প্রাণ ?

উত্তরাধিকার

(Lowell হইতে)

ধনীর ছেলে অধিকারী বাপের রাখা জমি—
ইঁট-পাথর আর দালান-কোঠা সোণা চাঁদি টাকা—
হাত ত্ব'খানি ধোয়া মোছা, মাংস যেন ননি
বাইরে কেবল চাক্‌চিক্য—ভিতরে সব ফাঁকা।
দুঃখসুখের ছদ্মবেশে ইচ্ছা কেন আর ?
মূর্খ তা'রা চায় যা'রা এই উত্তরাধিকার।

ধনীর ছেলে অধিকারী ভয় ও ভাবনার,
চোরে বুঝি ক'ল্ল চুরি, ব্যব্‌সা গেল ফেঁসে ;
দিনের আলো নিবে চোখে—সদাই অন্ধকার
নাইক' নিজের শক্তি বুদ্ধি রাখে এ ধন কিসে !
দুঃখ সুখের ছদ্মবেশে ইচ্ছা কেন আর ?
মূর্খ তা'রা চায় যা'রা এই উত্তরাধিকার।

ধনীর ছেলে অধিকারী—সদাই অভাবের
থাকেন সদাই অঙ্গ ঢেলে আরাম-কেদারায়,
চাইবা-মাত্র অমনি জুটে দ্রব্য আরামের
পরের কষ্ট বুঝ্‌তে গেলেই হ'য়ে উঠে দায়।
নাইক' অভাব—কাযেই শান্তি তৃপ্তি নাইক' তার—
দুঃখসুখের ছদ্মবেশে ইচ্ছা কেন আর ?

দুখীর ছেলে অধিকারী শক্ত—সতেজ পেশী
দৃঢ় বপু, কোমল হৃদয়, সাহস সহনদান—
হাত দু'টিকে রাজ্য হতেও ভাবে কতই বেশী,
যা'—চায় তাই বানিয়ে তোলে, এমনি শক্তিমান্!
সুখ এমন দুঃখে ঢাকা ইচ্ছা নহে কার?
বাঁচে রাজা পেলে এমন উত্তরাধিকার।

দুখীর ছেলে অধিকারী কেবল সন্তোষের,
একটু পেলেই—আনন্দিত, তুষ্ট খেটে খেয়ে;
প্রেমের মাঝে উঠে বেজে গীতি আনন্দের,
আশার তারে কি এক সুরে হৃদয়খানি ছেয়ে।
সুখ এমন দুঃখে ঢাকা ইচ্ছা নহে কা'র?
বাঁচে রাজা পেলে এমন উত্তরাধিকার!

দুখীর ছেলে অধিকারী অতুল ক্ষমতার,
সাহস আছে—বুক পেতে দেয় বজ্রে নিয়তির;
পরের তরে চক্ষে ঝরে অশ্রুফোঁটাও তা'র,
ধর্ম্ম জানে প্রাণের মত; রাখে দিয়েও শির।
সুখ এমন দুঃখে ঢাকা ইচ্ছা নহে কা'র?
বাঁচে রাজা পেলে এমন উত্তরাধিকার!

রাণা প্রতাপ

রাজর্ষি, সার্থক তব জন্ম এ জগতে,
দীন এ ভারতবাসী গর্ব্বিত ও নামে!
আদর্শ নৃপতি তুমি, লোকহিতব্রতে
বিসর্জ্জিলে রাজ্য ধন তীব্র অভিমানে।

সিংহতেজোবলদৃপ্ত বদন লইয়া
প্রবেশিলে যবে তুমি সহ পরিবার—
কানন ভূধর মরু কণ্টক দলিয়া,
এড়াইতে মোগলের রাজ্য অধিকার,

সে দিনেও ফুটেছিল করুণা অধরে
হাসি তব, শান্তি, সৌম্য! স্বাধীনতা তরে।
আবার সে দিন কোলে মৃত কন্যা করে'
কেঁদেছিলে বীর, সে-ও স্মরিয়া চিতোরে।

যে হাতে করেছ পূজা দেবী ভবানীর—
সে হস্তে লবে না যাচি' অস্পৃশ্য পুরীষ;
তাই তেজোপূর্ণ বাক্য শুনি তব, বীর—
কেঁপেছিল মোগলের সম্রাট উষ্ণীশ!

বিরাট দারিদ্র্য আর ঘোর অনশন
পারেনি টলাতে তবু রাজপুত পণ!
আপন প্রতিজ্ঞাশৈলে ছিলে তুমি স্থির—
"যাক্ ধন, যাক্ রাজ্য, নমিবেনা শির!"

লহরী

বিস্তৃত অসীম সিন্ধু জননী তোমার,
কত হর্ষে গীতি-নৃত্যে খেলিছ' ও কোলে—
জান না মিলাতে হবে এখনি আবার
চিহ্ন মাত্র রহিবেনা ও অনন্ত জলে।
এ চঞ্চল এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ল'য়ে
কেন মিছে এসেছিলে, কি কায করিতে ?
এরি মাঝে গেল পুনঃ শেষ তা-ও হ'য়ে ?
একি প্রহেলিকা তব না পারি বুঝিতে।
দীপশিখা কাঁপে, জ্বলে ; বিশ্ব, মাঝে-মাঝে
প্রলয়-কম্পনে ভাঙ্গি' হয় অভিনব ;
সুর-সপ্তকের কম্পে গান চিররাজে ;
সিন্ধুর বিস্তারে তথা ও কম্পন তব।
মরণ কম্পনে হয় জীবনের গতি—
সৃষ্টির প্রকাশ করে গতি পরা নতি।

প্রেমের লক্ষণ

(Cowper হইতে)

জানে কি প্রেয়সী মোর, কত আমি ভালবাসি তায় ?
ঘুমাই তাহারে ভাবি, জেগে' উঠি তারি ভাবনায়,
তাহারি সুখের তরে আশীর্ব্বাদ মাগি প্রার্থনায় ।

জানে কি প্রেয়সী—মোর আমি যে গো তারে ভাবি সদা ?
মৃগয়া করিতে যাই—বক্ষে বাজে সে বিরহব্যথা,
সারাদিন অন্যমনে ঘুরি' সাঁজে ফিরে আসি বৃথা ।

জানে কি প্রেয়সী মোর—আমি যে আমার নহি আর ?
পড়ি যবে, বুঝি না গো একপৃষ্ঠা—পড়ি বার বার,
শেষে দেখি পড়ি নাই ! গেছে কাল চিন্তায় তাহার !

জানেকি প্রেয়সী মোর আমি যে এখন শুধু তার ?
তাই যে রে কথা কই, বুঝিবারে নারি সনে কার ;
না শুনিয়া রসিকতা—হাসি, মনে অন্য চিন্তাভার !

কিন্তু যবে শুনি আমি তার কথা কোথাও কখন,
কি আনন্দ হয়—আমি জানি তাহা, না হয় বর্ণন ;
মনে হয় এই বুঝি জগতের সঙ্গীত মোহন ।

তবু সে জানে না, কেন তার নাম করি না সতত,
শুনিলে করিত না সে আমারে সন্দেহ এইমত—
"সে আর দ্বিতীয়া নারী একই" যারে ভালবাসি এত !

প্রীতি-স্মৃতি *

আজি নির্ম্মল নীল গগনে
বল্লরী তরু সদনে
কত সঙ্গীত মধু মাধবী মিলন
ছন্দের বাহু বাঁধনে ;
দিগ্ দিগন্তে ছুটেছে গন্ধ
মলয়-মন্দ পবনে—
মিলনের ছবি অঙ্কিত আজি
গগনে ভুবনে ভবনে।

অই দিগ্বধূগণ সাজিয়া,
মঙ্গল গান গাহিয়া—
করে কল্যাণময়ী পুষ্পবৃষ্টি
নিখিল বিশ্ব ছাপিয়া ;
মোদের ভগ্ন পর্ণকুটিরে
দাও গো প্রদীপ জ্বালিয়া—
আজি পশিবে দুইটি নূতন অতিথি
জীবনে জীবন গাঁথিয়া !

এস আজি এ পুণ্য দিবসে,
দম্পতি নব হরষে—
উঠুক্ ফুটিয়া শ্মশানে কুসুম
তোমাদের সুখ পরশে !

* বিবাহে।

লভ' জীবনে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি
প্রণয়াঞ্জন দরশে—
যুগল জীবন সরস সফল
হউক বরষে-বরষে।

ভুলি বিষাদ নিরাশা মরণে
লও শরণ প্রেমের চরণে—
ধর্ম্মকর্ম্ম যেমতি দুইটি—
—সকল দুঃখ হরণে!
এ নববিশ্বে পশ' গো আজিকে
প্রণমি' বিশ্বশরণে ;—
রাজুক্ জীবনে চির বসন্ত
গীতে গন্ধে ও বরণে।

———

কেন

বামুন হলেই নোয়াই মাথা কেন—বল্‌তে পার ?
শূদ্র হলেই ছোট কেন—খেদাও, লাথি মার ?
ধনী হলেই কেন সবাই উচ্চে তুলে ধর'—
ধন নাই যার তাকেই কেন—"বল' 'সর', সর !"
বড়র সঙ্গে মিশ্‌লে তুমি কেন গরম হও—
যদিও তুমি আমারি মত, বড় কিন্তু নও !

কাষকর্ম্মে বাঈ—খেম্‌টা নাচ্‌বে তা'রি মানে কি ?
রাজা হাকিম সাহেব সুবো খেলেই ধন্য প্রাণে কি !
একটু খানি শক্তি তোমার তা'রি কেন অহঙ্কার ?
যা খুসি তা যাচ্ছ করে' মাটিতে পা দেও না আর !
ঘরেই কেন জুজুর মত—বাইরে যেন বড়-কত-
আমায় কি কেউ বুঝিয়ে দেবে, এমন করার মানে যত ?

স্বপ্ন দেখে চমক'—কেন আঁধারে ভয় পাও ?
আশা কেন অশেষ তোমার পেলেও কেন চাও !
দেখ্‌ছো মানুষ মরছে কেমন যাচ্ছে সবাই ফেলে
বাতাসে যার লাগ্‌তো গায়ে, তারেও যে দেয় জ্বেলে—
লক্ষপতি কেন অমন ন্যাংটা হয়ে যায়—
মরণকালেও বাঁটোয়ারায় মাথাব্যথায়, হায় !

বরের বাপ হ'লেই কেন কর্‌তে হবে জোর—
ক'নের বাবাই কেন অমন নম্র, যেন চোর!
পয়সা হলেই খেতাব নিতে ছোটে কেন ভাই,
পাশ কর্‌লেই চাক্‌রী ভিন্ন আর কি উপায় নাই?
বিলেত গেলেই জাতটা যাবে, কেন এমন হয়?
মানুষ মানুষের জাত মারে, মানুষই আবার দেয়!

মানুষ চেয়ে টাকার আদর কেন করে এত?
গুণের চেয়ে রূপের এরা বড়াই করে কত!
কুঁড়ের চেয়ে দালান কোঠা কেন বলে বড়?
মনের চেয়ে গায়ের জোরের আদর কেন কর'?
সত্যি চেয়ে মিথ্যের আদর ভদ্র পোষাকেই—
এমন বাজি দেখায় যে জন, কেন-ও জানে সেই!

প্রত্যাখ্যান

হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে দিন দিন অবসাদে,
এ নেশা কাটিবে নাকি পাব'না সে পূর্ব্ব বল ?
তিমির ঘনায়ে আসে—নিবাইয়া হু হু ঝঞ্ঝাবাতে,
প্রদীপের ক্ষীণ আলো, আঁধারিয়া গৃহতল !

তুমি দিয়াছিলে আলো আলোকিতে এ কুটীরে—
বাসন্তীর শুভ সাঁজে দিয়াছিলে মধুবায় ;
দিয়াছিলে নিরমিয়া—শ্যাম দীর্ঘিকার তীরে
বিহগ-ঝঙ্কৃতকুঞ্জ ঘন সুষমার ছায় ।

যা চেয়েছি তাই দে'ছ, চাইনিক যা' জীবনে,
আঁচল ভরিয়া তুমি অযাচিত দেছ ঢালি' ;
তবুও কি যেন নাই পাইলে সে কোন্ ধনে
পূর্ণ হ'ত সব যেন—রহিত না এই খালি !

যা' দিয়েছ সব লও, তুমিই দিয়েছ সবই
সব বিনিময়ে প্রভু সেইটুকু দাও মোরে
কি যে তা' বলিতে নারি, দেখি সদা তার ছবি',
চাইনিক যাহা আমি ঘোর অবহেলা করে' ।

মহামিলন

এই যে বিশ্ব চিরসুন্দর
আলোকে-আঁধারে বাঁধা—
দু'য়ে মিলি এক—বিচ্ছেদহীন
রূপ ও বিশ্বে গাঁথা।
মধুসুমিষ্ট মধুরতারসে
মধু মধুরতা সাথ,
শব্দ সে চাহে প্রতিধ্বনিরে
হৃদয় দিবস রাত।
কুসুম আপনি ধরেছে গন্ধ
গন্ধ কুসুমে ল'য়ে,
স্পর্শ শরীরে জাগায় চেতনা
দু'য়ে মিলি এক হ'য়ে।
জীবন টানিছে মৃত্যুরে সদা
মৃত্যুর কাছে প্রাণ—
তুমি আমি তবে কেন না মিলিব,
কেন মাঝে ব্যবধান ?



অকৃতজ্ঞ

তুই আছিলি ক্ষুদ্র অনাদৃত কোথা শিশু রোরুদ্যমান্—
আমি কত না যতনে লইনু তুলিয়া—দিনু এ হৃদয়ে স্থান !
আমি মণ্ডিত করি' বক্ষে—
দিনু সঞ্চিত মধু গোপনে
এই কুসুম পেলব কক্ষে—
ছিল ফুল সৌরভ স্বপনে ;
কত মলয় মন্দ আনি' সুগন্ধ রচিত ছন্দ স্বর্গ—
কত সুখহিন্দোলে আন্দোলি' বুকে দিছি তোরে কত অর্ঘ্য !

ওরে লক্ষ আশায় বক্ষ-বাসায় রাখিয়া বদ্ধ তোরে,
আমি আছিনু অন্ধ, নয়নানন্দ, দিবস নিশীথ ধরে' ;
এই ঝঙ্কৃত পিককণ্ঠে—
এই রঞ্জিত শশীলাস্যে—
এই উজ্জ্বল কম গণ্ডে—
এই প্রেক্ষণ-ক্ষণ-হাস্যে,
হয়ে নৃত্যদোদুল্ ছন্দে অতুল মৃদুল অনিল ভরে,
তুই তিল-তিল করি চয়ন করিলি মরণ আমার তরে ?

ওরে, তোরে ছাড়ি আমি যাইনি যে কোথা ক্ষণেকের তরে কখন'-
যবে গেছি দেব পায়, সেও তোরে লয়ে—বক্ষে আছিলি তখন' !
যবে ঝঞ্ঝা-আহত হয়ে
ওরে লুটায়েছি দুখ পাথারে,

তবু তোরে সে হৃদয়ে ল'য়ে
আমি জিতেছি হা'রের মাঝারে ;
এবে ধূলিলুণ্ঠিত সব বঞ্চিত এই কুণ্ঠিত নিঃস্বে—
হায়, ফেলে যাবে নব সুখসন্ধানে আরেক নূতন বিশ্বে ?

ওগো, যাও তবে তুমি, ফুরায়েছে মোর লুকান' বক্ষ অমিয়—
আমি তব তরে সব দিয়া যে রিক্ত, কেমনে বুঝা'ব হে প্রিয় ?
তব নখর ভীষণ ভিন্ন
সব পাঁপড়ি ঝরিছে আজি,
এ যে তোমারি দত্ত চিহ্ন,—
তাই বক্ষে উঠিছে বাজি ;
তবু, জনম—জনম ফুল হ'য়ে আমি আসিব রে অকৃতজ্ঞ—
আর দংশন ক্ষত বক্ষে বাঁধিয়া যাপিব জীবনযজ্ঞ !

স্বর্গ

স্বর্গ বলি' দ্বিতীয়পুরী—
নেই গো কোথা ! নেই গো—
পড়িয়া যেথা ধূলার মত কৃচ্ছ্র লাভে মোক্ষ
সুবসন্ত দুঃখ দূরি'
জীবন নব দেয় গো—
বিতরে' ফল চতুর্ব্বর্গ—কল্পতরু বৃক্ষ।

(২)

সাধক যত, সিদ্ধ যত
মানব যেথা বিহরে ;
সহিয়া কত দুঃখ-ব্যথা কঠোর যোগ সাধিয়া,
জীবনে সদা রাগিণী কত
শ্রান্তিহীন শিহরে
চেতনময় সুপ্তি আসে স্বপ্ন থাকে জাগিয়া !

(৩)

অপ্সরীরা আঁচল ভরি'
প্রণয়-রাঙা কুসুমে
বরিতে আসে, হরিতে আসে, ধরার যত ক্লান্তি—
মরণ লুটে চরণ ধরি'
অশ্রু মূক নিঝুমে—
মানব লভে অমর চির সুযৌবন কান্তি।

(৪)

স্বর্গ নহে ভোগে ও মোহে,
কামেও নহে স্বর্গ—
স্বর্গ নহে মরণদেশে জীবনশেষ—প্রাপ্য,
স্বর্গ চিরলভ্য গেহে—
স্বার্থ দিলে অর্ঘ্য,
স্বর্গে নিজ জীবন শুধু পরের তরে যাপ্য।

মৃত্যু

হে সর্ব্বগ, হে অব্যর্থ, হে বিরাট্ অব্যয় মহান্—
জন্মচ্ছায়া চিরসাথী, নিত্য বিশ্বে দিয়া নব প্রাণ
গড়িছ নূতন করি,—অবিরাম ধ্বংসের নেপথ্যে,
তুলিতেছ পরিপূর্ণ করি নবীন সৌন্দর্য্যসত্যে
জীবনের স্বর্ণরাগ দিয়া। অন্ধকার অন্তরালে
ছোট বড় ত্রুটি যত—মুছে দাও তব কর্ম্মশালে!
অঙ্গধূলি ধুয়ে মাতা সন্তানেরে সাজায় যেমন
ক্ষুদ্র শিশু কাঁদে ভয়ে, ওরে বিশ্ব তোমারে তেমন
নির্ম্মম নৃশংস ভাবি'। ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টির প্রকাশ
তব স্নেহে মনোরম, তব স্পর্শে নিখিল বিকাশ!
এই সৃষ্টি-শতদলে যে মহান্ পুরুষ আসীন্
দিয়াছেন তিনি রূপ, গড়' তুমি নিজে ভোগহীন!
তাই ত' কল্পিত তুমি, দেব-দেব মহাদেব শিব
বিরাগী, ভূতের পতি, জগন্মাতা অঙ্কে নক্তন্দিব!

সূর্য্যাস্ত

জীবনের একদিন, কল্পের নিমেষ,
হাসি, অশ্রু, সবে' ভাগ চলিল লইয়া,
দেবতার রাজকোষে ; রাজার নিদেশ,—
এসেছিল রাজদূত যেতেছে চলিয়া।

ওই তার ভরাঝুলি রাখি' পথধারে,
নামিল সাগরে স্নান করিবার তরে ;
সারাদিন পথিশ্রমে ক্লান্ত দেহভারে ;
ঝুলি ভেদি' মণিরত্নছ্যুতি ফুটে পড়ে।

সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম ; যায় গুটি গুটি—
আবরিয়া তনুখানি ; পদচিহ্ন কত
দেখা যায় হেথা হ'তে, রহিয়াছে ফুটি' ;
কাল প্রাতে পুনরায় হবে সে নির্গত।

লয়ে যায় রাজকর, দেখে যায় আর
কার ক্ষেতে কি ফসল্ ফলেছে আবার।

প্রত্যাবর্ত্তন

দেশে দেশে আজ শুনি মা জননি
মায়ের বোধন গান—
ফিরিয়া গো ভাই এসেছি আবার
পাইয়া নূতন প্রাণ।
এখন' কি রবি' পাষাণ প্রতিমা
মিছে অভিমান ভরে,
এত কাতরতা মিথ্যা যে নহে—
কেমনে বুঝাই তোরে?
বড় কৃতঘ্ন আমরা মা তোর
সন্তানগণ বলে' .
হেন অভিমানে নির্ব্বাক্ রবি'
চাহিবিনা মুখ তুলে?
কোথা যাব মাগো কেবা দিবে ঠাঁই'
কেউ ত' মোদের নাই—
এ কুটীরে থেকে আধপেটা খেলে
স্বর্গসুখ যে পাই!
চাহিনা রাজ্য তোরে ফেলে মাগো,
চাহিনা অমর সুখ;
মা তোর দুঃখে সমদুখী হ'তে
সুখে ভরি' উঠে বুক!

আর মা যাব' না একটি দণ্ড
তোরে ফেলে কোন' ঠাঁই—
র'ব চির দিন তোর কাছে কাছে
খেতে পাই, নাহি পাই।
জঠর জ্বালায় গিয়াছিনু হোথা
চেয়েছিনু দু'টী ভাত,—
ওদের ছেলের মত বসেছিনু
বড় আশে পেতে পাত;
ক্ষুধিত অথবা অনুগত বলে'
করিল না দয়াটুক্,
তাড়াইয়া দিল গালি দিয়া বহু
ভেঙ্গে গেছে লাজে বুক!
ক্ষুধার আদর নাই সেথা মাগো
শুধুই আপন পর—
আপনার মাঝে ফিরিনু মা তাই
হোক্ শত অনাদর।

গীতাবসান

রাতের আলো পড়্‌লো ঢলে'
দূর গগনের গায়—
অস্ত চাঁদের পায়।

চোখের নীচে কালীর রেখা
পড়্‌লো দীপাধারে;
শুক তারা নয়ন মুছে'
এলো পথের পারে;
ক্লান্ত অলস তরুণ-তরুণীর
ঘুম জড়িত কানে
ভোরের বাতাস গান গেয়ে যায়
রাত পোহান' তানে,—
স্রস্তবসন অঙ্গে ঢাকি'
রইলো তারা জেগে—
থেকে-থেকে বনের পাখী
উঠল কেন ডেকে?

ভাঙুক সভা, থামুক এ গান
আজের মত ভবে;
আবার যখন আস্‌বো হেথায়—
তখন কি গান হবে?

কোন হৃদয়ে কট্টুকু ঠাঁই
করলি অধিকার,
করিস্ না বিচার !

তোর রূপে কেউ মুগ্ধ হবে,
কেউ বা বল্‌বে 'খাসা' ;
অম্‌নি কি তুই ছুটবি সেথায়
বাঁধ্‌বি বলে' বাসা !
আবার যখন মুখ ফিরায়ে
বল্‌বে তোরে ছি ছি—
অম্‌নি কি তুই গর্ব্বহত
কাঁদবি মিছিমিছি ?
যাস্‌নিরে তুই করতে যাচাই—
আপন রূপের ভরা !
আপনি বেড়াস্ আপন মনে
দিস্ নাক' তুই ধরা ;

ভাঙ্গুক সভা থামুক এ গান
আজের মত তবে ;
আবার যখন আস্‌ব হেথায়
তখন সে গান হবে।

আজ্‌কে তোরে দিলাম ছেড়ে
নানান্ জনের কাছে,
আপন জনের মাঝে।

এতদিন তুই আমার ছিলি
গৃহের গোপনতলে,
অন্ধকারে বন্ধ করা'
অন্ধ স্নেহের কোলে ;
আজকে মুক্তি ; সুপ্তি হ'তে
চলিরে তুই বা'র ;
সবার করে দিলাম তোরে
আমার নহিস্ আর।
যদি কোথাও বেসুর বাজে
তোর ও সুরের মাঝে—
তুই-ই দায়ী আর আমারে
ডাকিস্ নাক' লাজে।

ভাঙ্গুক সভা থামুক্ রে গান্
আজের মত তবে ;
আবার যখন আসব হেথায়—
তখন সে গান হবে।

